গাংনীতে গাঁজাসহ দুই যুবক আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে সাড়ে ৩’শ গ্রাম গাঁজাসহ ২ যুবককে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা। শনিবার দুপুরে উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, উপজেলার খাসমহল গ্রামের মৃত সাঈদ খানের ছেলে মো: শাকিরুল ইসলাম(২৫) ও একই এলাকার সুরমান আলী মন্ডলের ছেলে ইকবাল হোসেন(২২)।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া এলাকা দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।এ সময় দু’জনের গতিবিধি সন্দেহজনক হলে তাদের তল্লাশি করা হয়।তল্লাশি করে তাদের নিকট থেকে ৩’শ ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।তাদের সাথে থাকা একটি পাখিভ্যানও জব্দ করা হয়েছে।

বামন্দী ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই মো: রফিকুল ইসলাম বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা তেঁতুলবাড়ীয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা সহ দু’জনকে আটক করে।এ সময় মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত তাদের নিকটে থাকা একটি পাখিভ্যানও জব্দ করা হয়েছে।আটকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

মেহেরপুরের ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে বাহাগুন্দা গ্রামবাসীর বিক্ষোভ

মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত ৯৭ নম্বর ইসলামনগর মৌজায় গাংনী উপজেলার ৫০ নম্বর বাহাগুন্দা মৌজার ১ থেকে ১২৫৬ নম্বর আরএস দাগ

অন্তর্ভুক্ত করার গেজেট নোটিফিকেশন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন বাহাগুন্দা গ্রামবাসী।

আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর বাহাগুন্দা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি গ্রামের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাহাগুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে গ্রামবাসী তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, নবগঠিত ইসলামনগর মৌজায় বাহাগুন্দা মৌজার বড় একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ্রামবাসী চরম প্রশাসনিক ও নাগরিক জটিলতার মুখে পড়বেন। বিশেষ করে জমি রেজিস্ট্রেশন, নামজারি, খাজনা পরিশোধ ও ভূমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র নিষ্পত্তিসহ সরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হবে।

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, এতদিন বাহাগুন্দা মৌজার যাবতীয় কাজ গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। কিন্তু নতুন গেজেটের ফলে মৌজা বিভক্ত হওয়ায় জমির অবস্থানভেদে গ্রামবাসীকে কখনো মেহেরপুর সদর, আবার কখনো গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ছুটতে হবে। এতে সময় ও অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি নাগরিক ভোগান্তি বহুগুণ বাড়বে। এছাড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি ও জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তাই বাহাগুন্দা মৌজাকে পূর্বের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে বহাল রেখে ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত বাতিলের জোর দাবি জানান তারা।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মফিদুল ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নুর ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এসময় বিপুলসংখ্যক গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

সমাবেশ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দ্রুত গেজেট নোটিফিকেশন পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, জনস্বার্থবিরোধী এ সিদ্ধান্ত বাতিল না করা হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

মেহেরপুরের বুড়িপোতা সীমান্তে ৪ জনকে পুশইনের চেষ্টা, বিজিবির বাধায় ব্যর্থ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা বিওপি সীমান্তের খালপাড়া এলাকা দিয়ে চারজনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা চালিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর কঠোর অবস্থানের কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

শুক্রবার (১৯ জুন) ভোরে সীমান্তের শূন্যরেখার ওপারে চারজন ব্যক্তিকে দেখতে পান স্থানীয়রা। এ সময় তাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা হলে বিজিবি তাৎক্ষণিকভাবে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে পুশইনের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ওই ব্যক্তিরা সীমান্ত এলাকা থেকে সরে যায়।

স্থানীয়দের দাবি, পুশইনের চেষ্টা করা চারজনের মধ্যে একজন পুরুষ ও তিনজন নারী ছিলেন। তবে তাদের পরিচয়, জাতীয়তা কিংবা কী কারণে তাদের সীমান্তে আনা হয়েছিল, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভোরে সীমান্ত এলাকায় অস্বাভাবিক নড়াচড়া লক্ষ্য করার পর বিষয়টি বিজিবিকে অবহিত করা হয়। পরে বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে অবস্থান নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পুশইনের আশঙ্কায় সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সীমান্তের বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার নাটনা বিএসএফ ক্যাম্প অবস্থিত।

এ বিষয়ে বিজিবি-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক কর্ণেল নাজমুল হাসান জানান, শুক্রবার ভোরে বৃষ্টির আগে বিএসএফ চারজনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিজিবির কঠোর অবস্থানের কারণে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি এবং ফিরে যায়।

তিনি বলেন, “সীমান্তে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। যেকোনো ধরনের পুশইন প্রতিরোধে বিজিবি বদ্ধপরিকর।”

মেহেরপুরের বলিয়ারপুরে বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামে বজ্রপাতে আসাদ (৪২) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) বিকেল ৪টার দিকে সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের বলিয়ারপুর দরগাতলা মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আসাদ বলিয়ারপুর গ্রামের আজিমুদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে আসাদ দরগাতলা মাঠে অবস্থান করছিলেন। এ সময় আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি শুরু হয়। একপর্যায়ে বজ্রপাতের আঘাতে তিনি গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে সরকারি রাস্তা দখল করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে আদালতের ১৪৫ ধারার আদেশ অমান্য করে স্থানীয়দের ব্যবহৃত সরকারি রাস্তার জমি দখল করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে রুহুল আমিন ও তার ভাতিজা ফারুক হোসেনের

বিরুদ্ধে।

স্থানীয় প্রশাসনসহ সব নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সরকারি রাস্তা দখল করায় ক্ষোভ বিরাজ করছে গ্রামবাসীর মধ্যে। তিন শতাধিক কৃষকের মাঠের ফসল বহনের একমাত্র রাস্তা দখল হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরাও। দফায় দফায় সালিস, স্থানীয় ভূমি অফিসের বাধা, উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনার কোনো তোয়াক্কা করছেন না জমি দখলকারী রুহুল আমিন ও তার লোকজন।

স্থানীয়দের ব্যবহৃত শত বছরের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দখলমুক্ত চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী গ্রামবাসী।

গতকাল বুধবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হন এলাকার অর্ধশত মানুষ।

সংবাদ সম্মেলনে তারা জানান, আদালতের নির্দেশে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ১৪৫ ধারা জারি করে সংশ্লিষ্ট জমিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। তবে অভিযোগ রয়েছে, ওই নির্দেশ অমান্য করে ঘর নির্মাণের কাজ অব্যাহত রাখেন রুহুল আমিন।
শ্যামপুর হঠাৎপাড়া এলাকায় সরকারি রাস্তার ওপর এই সংবাদ সম্মেলন করেন গ্রামবাসী।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শ্যামপুর গ্রামের কাবিল হোসেনের ছেলে আবুল কালাম আজাদ। এ সময় ইকবাল হোসেন, ইয়ারুল ইসলাম, আহমেদ আলী, হোসেন আলী, আইযুব আলী, নুর হক, রমজান আলী ও মোতালেব হোসেনসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে তারা অভিযোগ করেন, শ্যামপুর গ্রামের শত বছরের পুরোনো সরকারি রাস্তা দখল করে ঘর নির্মাণ করছেন রুহুল আমিন। ঘর নির্মাণের শুরু থেকে বাধা দিলেও ক্ষমতার দাপটে কোনো বাধাই মানছেন না রুহুল ও তার লোকজন।

শ্যামপুর গ্রামের বজলুর রহমান, সুইট ও রাজুর ইন্ধনে সরকারি রাস্তা দখলের অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা।

গ্রামবাসীদের দাবি, প্রায় ২০ ফুট প্রস্থ এবং ১৬২ মিটার দীর্ঘ ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ পরিবারের চলাচল রয়েছে। পাশাপাশি কৃষকেরা তাদের ফসল পরিবহনের জন্য এই রাস্তা ব্যবহার করেন। রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে জনদুর্ভোগ মারাত্মকভাবে বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ

করেন তারা।

অভিযোগে আরও বলা হয়, সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী এসএ ও আরএস খতিয়ান এবং দাগে ওই এলাকায় সরকারি রাস্তা চিহ্নিত রয়েছে। সিএস, এসএ ও আরএস ম্যাপেও রাস্তার অস্তিত্ব উল্লেখ থাকলেও তা উপেক্ষা করে দখল কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

এ ঘটনায় আবুল কালাম আজাদ মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৪৫ ধারায় মামলা দায়ের করেন। আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে ওই স্থানে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

এর আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দায়ের করা অভিযোগের পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

তবে অভিযোগ রয়েছে, আদালত ও প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে পুনরায় ঘর নির্মাণের কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এ বিষয়ে গ্রামবাসীরা দ্রুত সরকারি রাস্তা উদ্ধার করে সাধারণ মানুষের চলাচল নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তারা সতর্ক করে বলেন, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এলাকায় বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে।

এক সময়ের জনপ্রিয় দেশি খেজুর এখন পাখির খাদ্য

কৃষি নির্ভর মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার সড়কের পাশে, বাড়ির আঙিনায়,ফসলি জমির আইল কিংবা পুকুর পাড়,কিংবা পতিত জমিতে সারি সারি দেশি খেজুর গাছের দেখা মেলে। এসব গাছে থোকায় থোকায় খেজুর ধরলেও বর্তমানে মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়ায় অধিকাংশ খেজুর গাছেই পেকে নষ্ট হচ্ছে। এক সময় এই দেশিই খেজুর হাটে বাজারে বিক্রি হতো।

তবে বতর্মানে সময়ে দেশিই খেজুরে ক্রেতাদের আগ্রহ না থাকাই থোকায় থোকায় গাছেই পেকে নষ্ট হচ্ছে দেশিই খেজুর।

স্থানীয়দের মতে, প্রায় এক দশক আগেও দেশি খেজুরের আলাদা কদর ছিল। বাজারে এসব খেজুর বিক্রি হতো এবং অনেকেই লবণ মিশিয়ে কয়েক দিন রেখে পাকিয়ে খেতেন। সুস্বাদু এই ফলটি তখন গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিল। তবে সময়ের পরিবর্তনে সেই চিত্র এখন অনেকটাই অতীত। তবে এখন এসব খেজুর বতর্মানে পাখির খাদ্য হিসেবেই বিবেচিত।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, খেজুর গাছে থোকায় থোকায় ফল ঝুলতে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। অথচ বর্তমানে অধিকাংশ খেজুর গাছেই নষ্ট হচ্ছে। একসময় মানুষ আগ্রহ নিয়ে এসব খেজুর সংগ্রহ করে তারা খেতেন। এ ছাড়া এসব গাছে কোনো কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না এবং বিশেষ যত্ন ছাড়াই ভালো ফলন পাওয়া যায়।

মালশাদহ গ্রামের কৃষক মিন্টু বলেন,বর্তমানে দেশি খেজুর মূলত পশুপাখির খাবারে পরিণত হয়েছে। মানুষ এখন খুব একটা খায় না।

অথচ এই খেজুর এক সময় আমি বাজার থেকে কিনে এনে খেয়েছি। তবে সময়ের ব্যাবধানে আজ তা হারাতে বসেছে। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির প্রতিটি ফলের কোন না,কোন গুন রয়েছে।

তাই এ ফল খাওয়ার অভ্যাস বাড়ানো উচিত।

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য আঃ হান্নান বলেন,আমরা বাল্যকালে যে সকল ফল দেখেছি,খেয়েছি তার মধ্যে অনেক ফলই এখন আর দেখা মেলেনা। ছোটবেলায় গাছ থেকে পেড়ে অনেক খেজুর খেয়েছি। তখন লবণ মিশ্রিত পানিতে দুই-তিন দিন রেখে খেজুর পাকিয়ে খাওয়ার প্রচলন ছিল। কিন্তু এখনকার প্রজন্মের মধ্যে সেই আগ্রহ আর দেখা যায় না। আমরা আমাদের অনেক দেশিই ফল খাওয়া ভুলে গিয়েছি।

যার ফলে আমরা শারীরিক ভাবেই অনেক দুর্বল হয়ে পড়ছি।

প্রবাসী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমি দেখেছি আগে ছোট-বড় সবাই দেশি খেজুর খেত। এখন আর তেমন কাউকে খেতে দেখা যায় না। কারন এখন হাতের নাগালেই বিভিন্ন ধরনের বিদেশি খেজুর পাওয়া যায়। আবার সেগুলো দেশি খেজুরের চেয়ে স্বাদও বেশি। আর দেশি খেজুরের আঁটি বড় হওয়ায় শাঁস তুলনামূলক কম। তবে এর স্বাদ ও পুষ্টিগুণের কারণে একসময় এর

বেশ কদর ছিল।

খেজুরের গুড় বিক্রেতা আব্দুল খালেক বলেন, আমি প্রায় তিন শতাধিক গাছ থেকে শীতের মৌসুমে রস সংগ্রহ করে গুড় বানাই। আর বতর্মান সময়ে প্রতিটি গাছেই থোকায় থোকায় কাচা পাকা খেজুর ঝুলছে। অথচ আমি এই খেজুর একটাও পাড়ি না। সব আমি পাখির খাদ্য হিসেবে রেখে দিয়েছি। প্রতিদিন শতশত পাখি এই খেজুর খেতে আসে। বিশেষ করে শালিক,বুলবুলিসহ অনেক পাখি। তাদের কিচিরমিচির শুনতে খুব ভালো লাগে।

মো: মতিয়র রহমান বলেন, খেজুরসহ দেশি মৌসুমি ফলগুলো খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। এসব ফলে প্রচুর পুষ্টিগুণ রয়েছে এবং ক্ষতিকর কোনো দিক নেই। তাই দেশি ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। আমি মনে করি প্রতিটি মৌসুমী ফলই এক একটি ভিটামিনের ভান্ডার।

প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগ

মেহেরপুর জেলার নারী শিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ “মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়”। সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যালয়টির প্রশাসনিক চেইন অব কমান্ড সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। দিন দিন শিক্ষার মান তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি, সরকারি ও বেসরকারি ফান্ডের অর্থ আত্মসাৎ, বিদ্যালয়ের মূল্যবান সম্পদ তছরুপ এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে চরম অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গত রবিবার সরেজমিনে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের সাথে

আলাপকালে বিদ্যালয়টির চরম অনিয়ম ও হরিলুটের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন ৬টি করে ক্লাস হওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষার্থীরা জানায়, অধিকাংশ দিনই মাত্র ৩ থেকে ৪টি ক্লাস সম্পন্ন হয়। অবশিষ্ট সময় ক্লাস না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ভেঙে যে যার মতো স্কুল প্রাঙ্গণ ও বাইরে ঘোরাঘুরি করে। প্রতিদিনের টিফিনের টাকা নেওয়া হলেও টিফিন দেওয়া হচ্ছে না।

ক্লাসরুম এবং বারান্দার দেয়ালে দেয়ালে অত্যন্ত আপত্তিকর ও নোংরা কথাবার্তা লেখা রয়েছে, যা প্রকাশ করা লজ্জাজনক।

পরিদর্শনে দেখা যায়, কম্পিউটার ল্যাবের ভেতরের পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা ও পরিত্যক্ত। কোনো টেবিলে সচল কম্পিউটার নেই। পাবলিক ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার খাতা মেঝেতে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় রাখা হয়েছে। নথিতে ১১টি কম্পিউটার ও ৫টি ল্যাপটপের থাকা কথা থাকলেও ল্যাবে কোনো ল্যাপটপের অস্তিত্ব মেলেনি এবং কয়েকটি ভাঙাচোরা কম্পিউটার মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিটি ধুলোবালি ও নোংরা পরিবেশে আচ্ছন্ন, যেখানে পড়াশোনার ন্যূনতম পরিবেশ নেই। লাইব্রেরির রেজিস্টার খাতা পর্যালোচনায় দেখা যায়, বছরে মাত্র কয়েকবার শিক্ষার্থীদের বই ইস্যুর জন্য এই কক্ষটি খোলা হয়।

শিক্ষক কনফারেন্স রুমে সরকারি অর্থায়নে ২টি এসি লাগানো ছিল। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক যোগদানের পর মেরামতের অজুহাতে দুইট এসি খুলে নিয়ে যান। পরে একটি এসি লাগানো হলেও বিগত দেড় বছরেও আর একটি এসি বিদ্যালয়ে ফেরত আনা হয়নি।

বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের বাউন্ডারি রেলিং দীর্ঘদিন ধরে ভেঙে পড়ে থাকলেও সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পুরো বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ময়লা-আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। বিদ্যালয়ে ৩টি মূল্যবান কাঠের খাট (প্রতিটির মূল্য ৫০,০০০ টাকার বেশি) থাকার কথা থাকলেও মাত্র ১টি পুরাতন খাট পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে শিক্ষকরা জানান, প্রত্যেক প্রধান শিক্ষক যোগদান করার সময় আগের প্রধান শিক্ষকের কাছে থেকে বিদ্যালয়ের সকল কিছুর হিসাব বুঝে নেন। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফও যোগদানের সময় আগের প্রধান শিক্ষকের সাথে

সবকিছু বুঝে নিয়েছেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতেন। আব্দুল লতিফ স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর থেকে শিক্ষকদের সাথে অসাদাচারণ, বিভিন্ন ফান্ডের টাকা গোপনে আত্মসাৎ, স্কুলের এসি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ক্যামেরা তছরুপ করেছেন। ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রতি মাসে অত্যবশ্যক ফান্ডের নামে নিয়মিত টাকা আদায় করা হলেও বেসরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বন্ধ করার অভিযোগ ছিলো। টিফিনের ফিস নেওয়া হলেও নিয়মিত টিফিনও দেওয়া হয়না। সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কাজের অনিয়মের মিথ্যা অপবাদ ও ভয় দেখিয়ে প্রতি মাসে বাধ্যতামূলকভাবে চাঁদা আদায় করা হয়। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়। নাইটগার্ড আকবর এবং দপ্তরি আব্দুস সালামের বেতন দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রাখা হয়েছে।

শিক্ষকরা আরো জানান, এ বছর মন্ত্রণালয় থেকে গাছ লাগানোর জন্য মোটা অংকের টাকা বরাদ্দ এসেছে। কতটাকা এসেছে তা শিক্ষকদের জানানো হয়নি। এছাড়া বিদ্যালয়ের ভবন মেরামতের জন্য বরাদ্দ আসলেও কোন মেরামত করা হয়নি।

বিদ্যালয়ের দপ্তরি আব্দুস সালাম বলেন, “আমি হেডস্যারের ব্যক্তিগত কথা শুনিনি বলে তিন মাস আমার বেতন বন্ধ করে রেখেছিলো। পরে অনেক বলাবলির পর এখন বেতন দিচ্ছে।”

বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক সেকেন্দার আলী মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিবেদকদের সামনে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফকে বলেন, আপনি যাওয়ার আগে আমাকে সকল কিছুর হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন, না হলে আমি দায়িত্ব নিতে পারবো না। আমি যা যা বুঝে পাবো, সেগুলোর দায় আমার থাকবে। উল্লেখ্য, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ চলতি মাসে ৩০ তারিখে অবসরে যাবেন। বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক সেকেন্দার আলী সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পাবেন।

তবে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বিদ্যালয়ের কম্পউটার, ক্যামেরা, খাটের বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। আগের প্রধান শিক্ষক আমাকে কিছুই বুঝিয়ে দিয়ে যায়নি। ক্লাসের বিষয়ে তিনি বলেন, কয়েকদিন পর সব ক্লাস শুরু হবে। গাছ লাগানোর বরাদ্দের বিষয়ে তিনি বলেন, বিদ্যালয়ের পিছন দিকে গাছ লাগানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ভোটকেন্দ্র সংস্কারের কোটি টাকার বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সংস্কারের জন্য বরাদ্দ হওয়া লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারি অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুরে। বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হলেও বহু ক্ষেত্রে সেই অর্থ কাগজে-কলমে খরচ দেখানো হয়েছে চেয়ার-টেবিল ও আসবাবপত্র কেনার খাতে। কোথাও আবার পুরোনো আসবাব নতুন বলে দেখিয়ে বিল পাস করানোর অভিযোগও সামনে এসেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের নথি অনুযায়ী, গাংনী উপজেলার ৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভোটকেন্দ্র হিসেবে সংস্কারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। অন্যদিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার ৩০টি বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৯ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। বরাদ্দ বণ্টনে বৈষম্যের অভিযোগও তুলেছেন একাধিক শিক্ষক। মুজিবনগর উপজেলার একটি ভোটকেন্দ্র বিদ্যালয়ও কোনো বরাদ্দ পায়নি বলে জানা গেছে।

গাংনী উপজেলার বাশবাড়িয়া ইউনিয়নের এক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরিচয় গোপন রাখার শর্তে দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ছিল ভোটকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সংস্কার করা। কিন্তু বাস্তবে অনেক বিদ্যালয়েই সেই অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বরাদ্দ পাওয়া দেড় লাখ টাকার বিল অনুমোদনের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত দাবি করা হয়েছিল। টাকা না দেওয়ায় বিল অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতারও অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

গাংনীর সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ওয়াল থাকার পরও ওয়ালের ওপর এক ফুট করে ওয়াল দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষকদের জন্য চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় দেখানো হয়েছে,

যা নীতিমালার বহির্ভূত। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মখলেসুর রহমান জানান, উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নির্দেশক্রমে কাজ হয়েছে।

গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবদুর রশিদ অবশ্য স্বীকার করেছেন, ভোটকেন্দ্র সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ এসেছিল। তবে তাঁর দাবি, সেই অর্থ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় অন্যান্য খাতেই ব্যয় করা হয়েছে।

ঘটনাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে প্রশাসনিক স্তরের অসংগতি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাংনীর সহকারী রিটার্নিং অফিসার আনোয়ার হোসেন জানান, ভোটকেন্দ্র সংস্কারের বিষয়টি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকার কথা থাকলেও তাঁকে এ বিষয়ে অবহিতই করা হয়নি। তিনি বলেন, বরাদ্দের অর্থ কোন খাতে এবং কীভাবে ব্যয় হয়েছে, তার হিসাব চেয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সেই চিঠির কোনো উত্তর মেলেনি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র অভিযোগ করেন, ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিদ্যালয় সংস্কারের বরাদ্দে বৈষম্য হয়েছে। গাংনীর ভোটকেন্দ্রগুলো সদর উপজেলার তুলনায় চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি বরাদ্দ পেয়েছে। মুজিবনগরে কোনো বরাদ্দ আসেনি। বরাদ্দ দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সরকারি অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা, ভোটকেন্দ্র সংস্কারের বাস্তব চিত্র এবং বরাদ্দ বণ্টনে বৈষম্যের অভিযোগ ঘিরে এখন প্রশ্ন উঠছে মেহেরপুরের শিক্ষা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। স্থানীয় মহলের দাবি, বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

প্রশাসনের একাংশের মতে, ভোটকেন্দ্র সংস্কারের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যয় না হলে নির্বাচন-পূর্ব প্রস্তুতির মান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কারণ ভোটগ্রহণের পরিবেশ উন্নত করা এবং ভোটারদের জন্য নিরাপদ ও উপযোগী কেন্দ্র নিশ্চিত করতেই এই বরাদ্দ দেওয়া হয়। অথচ সেই অর্থ যদি অন্য খাতে ব্যয় করা হয় বা কাগজে-কলমে কাজ দেখিয়ে বিল উত্তোলন করা হয়, তবে তা সরকারি নীতিমালার পরিপন্থী হওয়ার পাশাপাশি জনআস্থার ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুধু জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়াই নয়, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণের অন্যতম প্রধান

সাংবিধানিক আয়োজন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আইন প্রণয়ন ও সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করেন। সেই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করা ভোটকেন্দ্র সংস্কারের বরাদ্দ নিয়েই যখন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তখন তা শুধু সরকারি অর্থ অপচয়ের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং নির্বাচনী ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক সততার ওপরও প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করে।

মুজিবনগরের মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ২নং মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ জুন) বেলা ১১টায় ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক কাউছার আলী। এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া সংরক্ষিত মহিলা সদস্য শিল্পী খাতুন, রেহেনা খাতুন ও আশমানি খাতুন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, গ্রাম পুলিশ ও ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের খসড়া বাজেট উপস্থাপন করা হয়। বাজেট অনুযায়ী ইউনিয়নের রাজস্ব আয় ও সরকারি অনুদানসহ মোট সম্ভাব্য আয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ৮৩ লাখ ১৬ হাজার ৮৮ টাকা।

আয়ের প্রধান খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে ঘরবাড়ির উপর কর, বকেয়া কর, ট্রেড লাইসেন্স ফি, জন্ম নিবন্ধন ফি, নাগরিক ও ওয়ারিশ সনদপত্র ফি, গ্রাম আদালত ফি, অন্যান্য প্রাপ্তি এবং সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অনুদান।

এর মধ্যে ভিজিডি, ভিজিএফ, এডিপি, টিআর, কাবিখা/কাবিটা,

অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচি এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে রয়েছে চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও প্রণোদনা, বিদ্যুৎ, জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম, স্টেশনারি, অফিস রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, জাতীয় দিবস উদযাপন, দরিদ্র সহায়তা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, মোবাইল ও ইন্টারনেট বিলসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যয়।

এছাড়া উন্নয়ন ব্যয়ের আওতায় কৃষি ও সেচ, রাস্তা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, মহিলা-যুব ও শিশু উন্নয়ন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সহায়তা এবং অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত বক্তারা বলেন, উন্মুক্ত বাজেটের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। তারা ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নে জনসচেতনতা ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

উন্মুক্ত বাজেট সভা শেষে উপস্থিত জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

হত্যাকারীরা দীর্ঘদিন পর গ্রামে ফিরে আবারও অস্থিরতার চেষ্টা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের যুবক শরিফুল ইসলাম হত্যার প্রায় ১৪ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো বিচার না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন তার পরিবার ও স্থানীয়রা। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশ্যে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দ্রুত শেষ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২৪ বছর বয়সী শরিফুল ইসলাম ছাত্রদলের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদল ব্যক্তি তাকে প্রকাশ্যে মারধর করে হত্যা করে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অন্য একটি ঘটনায় গুরুতর আহত হন একই গ্রামের মঞ্জুর আলী। হামলাকারীরা তাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায়।

তবে প্রাণে বেঁচে গেলেও তিনি বর্তমানে মারাত্মক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

মঞ্জুর আলী বলেন, ঘটনার স্মৃতি এখনো তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। আদালতে মামলা করলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে মামলা চালাতে পারেননি। দুই কন্যা সন্তান নিয়ে পঙ্গুত্বের মধ্যেই সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং বিচার না পাওয়ার আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এছাড়া একই সময়ে মিঠু নামের আরেক ব্যক্তিকে গুমের চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার দিন শরিফুল ইসলাম বাড়ির অদূরে একটি পুকুরপাড়ের চায়ের দোকানে বসে ছিলেন। মামলার এজাহার অনুযায়ী, একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদল ব্যক্তি সেখানে গিয়ে তাকে মারধর শুরু করে। একপর্যায়ে তিনি বাড়ির দিকে চলে গেলে বাড়ির পাশেই কুলসুম নামের এক নারীর বাড়ির সামনে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

মামলার এজাহার ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী, এ ঘটনায় বাবু দফাদার, জাহাঙ্গীর, আসলাম, মজিবারসহ আরও কয়েকজন জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মামলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কুলসুম বলেন, হত্যাকাণ্ডটি তার সামনেই সংঘটিত হয়েছিল। তিনি বলেন, রাস্তার দিক থেকে শরিফুলকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে নিকিরি নামের গোষ্ঠীর লোকজন। তার উঠানে এসে প্রতিপক্ষের আঘাতে শরিফুল পড়ে যায়।

তিনি (কুলসুম) ঘরের মধ্যে ছিলেন, বাইরে এসে দেখেন অনবরত পেটানো হচ্ছে ছাগল, লোহার রড ও অন্যান্য দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কয়েকজন মিলে। তাৎক্ষণিক তিনি তাদের মারতে নিষেধ করলেও তার কথায় কেউ ভ্রুক্ষেপ করেনি; বরং অনবরত পেটাতে থাকে। তিনি আরও বলেন, মৃত্যুর আগে মানুষ সাধারণত যে ঝাঁকুনি দেয়, সেরকম ঝাঁকনি তিনি দেখতে পান শরিফুলের ঘাড় ও মাথায়। আদালতেও তিনি এই ঘটনার বীভৎস চিত্র বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পর থানায় মামলা গ্রহণ না করায় আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। প্রথম বাদী ছিলেন নিহত শরিফুলের ভাই তয়ব আলী। তার মৃত্যুর পর বর্তমানে মামলার বাদী হিসেবে রয়েছেন তার ছেলে হাসান। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে মামলাটি চলমান থাকলেও এখনো চূড়ান্ত বিচার সম্পন্ন হয়নি।

স্থানীয়দের দাবি, ৫ আগস্ট ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে চলে গেলেও পরবর্তীতে আবার এলাকায় ফিরে এসে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। বর্তমানে মামলার অভিযুক্তরা জামিনে রয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

তবে এলাকায় ফিরে এসে তারা তাদের পূর্বের অবস্থায় ফেরার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি সেনাবাহিনীর ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার পর সেখান থেকে ৭/৬/২০২৬ তারিখে শরিফুলের চাচাতো ভাই ধারালো অস্ত্র দিয়ে আলমগীরকে কোপ মারার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে গ্রামবাসীসহ স্থানীয়রা তাদের ওপর চড়াও হলে তারা পালিয়ে যায় এবং ১০ তারিখে উল্টো শরিফুলের চাচাতো ভাইদের নামেই কোর্টে মামলা দায়ের করে হত্যাকারী বাবু দফাদার গং।

নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘসূত্রতা বন্ধ করে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। তাদের মতে, এ ধরনের আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার না হলে সমাজে বিচারহীনতার সংস্কৃতি আরও বৃদ্ধি পাবে।